# বিশেষণ পদ

শৌভিক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র, সে খুব **মোটা**। রানু তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী, সে ভীষণ **রোগা**। শৌভিকদের বাড়িতে **একটি** জবা ফুলের গাছ আছে। গাছটিতে **পাঁচটি** লাল জবা ফুল ফুটেছে।

রানু লেখাপড়ায় **ভালো**। সে সকালে **তাড়াতাড়ি** ঘুম থেকে ওঠে। সে কখনওই **দেরি** করে স্কুলে পৌঁছায় না। সে খুব **দ্রুত** হাঁটতে পারে।

ওপরের মোটা, রোগা, একটি, পাঁচটি, লাল, ভালো, তাড়াতাড়ি, দেরি, দ্রুত শব্দগুলি

অন্য কোনো পদের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা ইত্যাদি বোঝাচ্ছে। কারণ যদি আমরা প্রশ্ন করি শৌভিকের চেহারা কেমন? তাহলে তার উত্তর হবে—মোটা।

নীচের প্রশ্ন ও উত্তরগুলি লক্ষ করলে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে

| বাক্য | প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|---|
| শৌভিকদের বাড়িতে একটি জবা ফুলের গাছ আছে। | জবা ফুলের গাছ কয়টি? | একটি |
| গাছটিতে পাঁচটি জবা ফুল ফুটেছে। | গাছটিতে কয়টি জবা ফুল ফুটেছে? | পাঁচটি |
| রানু লেখাপড়ায় ভালো। | রানু লেখাপড়ায় কীরকম? | ভালো |
| সে সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে। | সে সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠে? | তাড়াতাড়ি |
| সে কখনওই দেরি করে স্কুলে যায় না। | সে কীভাবে স্কুলে যায় না। | দেরি করে স্কুলে যায় না |
| সে খুব দ্রুত হাঁটতে পারে। | সে কীভাবে হাঁটে? | দ্রুত |

তাহলে আমরা বলতে পারি, **যে পদ অন্য পদের দোষ, গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে।**

বিশেষণ পদ মোট চার প্রকার। যথা— (১) বিশেষ্যের বিশেষণ। (২) বিশেষণের বিশেষণ। (৩) ক্রিয়ার বিশেষণ। (৪) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ।

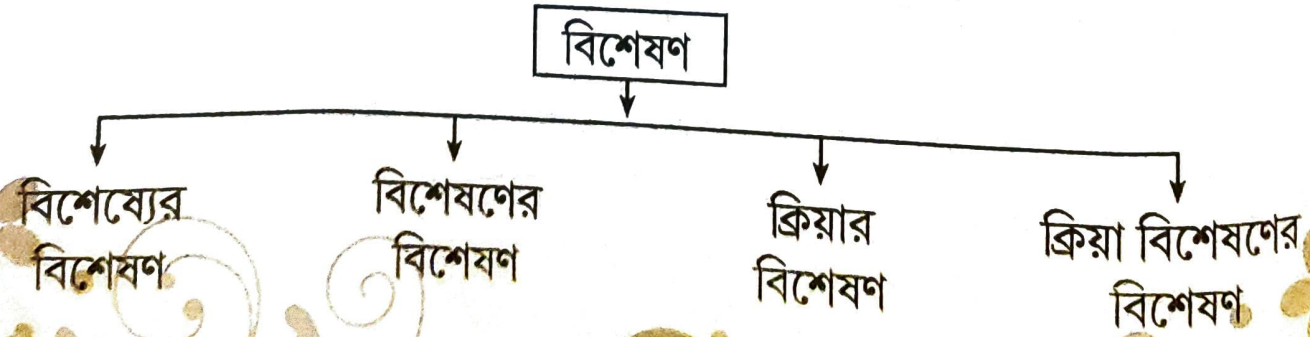

১) বিশেষ্যের বিশেষণ :

এক কাপ গরম চা খাও। এক গ্লাস ঠান্ডা শরবত দাও। সুতপা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তার বয়স পাঁচ বছর। আমাদের দেশে অনেক জ্ঞানী মানুষ আছেন। ওপরের বাক্যগুলিতে গরম, ঠান্ডা, তৃতীয়, পাঁচ, জ্ঞানী শব্দগুলি চা, শরবত, শ্রেণি, বছর, মানুষ প্রভৃতি শব্দগুলির অবস্থা গুণ, সংখ্যা ইত্যাদি বুঝিয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি, যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষ্যের বিশেষণ বলে।

২) বিশেষণের বিশেষণ :

শ্রেয়সী খুব ভালো মেয়ে। মনুমেন্ট বিশাল উঁচু। দীপশ্রী বেশ ভালো গান গায়। অত্বিকা অত্যন্ত ভালো নাচে। এখন শীতকাল। কনকনে ঠান্ডা পড়েছে। চিড়িয়াখানায় গিয়ে ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী দেখতে পাওয়া যাবে। সৈকতবাবু ধবধবে সাদা শার্ট পরেন। তাঁর গায়ের রং অতীব ফর্সা।

ওপরের বাক্যগুলিতে খুব, বিশাল, বেশ, অত্যন্ত, কনকনে, ভয়ংকর, ধবধবে, অতীব, শব্দগুলি ভালো, উঁচু, ঠান্ডা, হিংস্র, সাদা, ফর্সা প্রভৃতি বিশেষণ পদের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ ইত্যাদি বুঝিয়েছে।

অতএব আমরা বলতে পারি, যে বিশেষণ পদ অন্য কোনো বিশেষণের পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, ঠান্ডা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।

৩) ক্রিয়ার বিশেষণ: ঘোড়া দ্রুত ছোটে, পথ পিছল ধীরে চলো। অপর্ণা দারুণ গান গায়। ওপরের বাক্যগুলিতে দ্রুত, ধীরে, দারুণ, শব্দগুলি ছোটে, চলো, গান গায় ইত্যাদি শব্দগুলির অবস্থা প্রকাশ করেছে।

অতএব আমরা বলতে পারি, যে বিশেষণ পদ ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়ার বিশেষণ বলে।

**(৪) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ:**

ট্রেন **অতীব** দ্রুত ছুটছে। সুলগ্না **ভীষণ** ধীরে কথা বলে।

এখানে **অতীব** ও **ভীষণ** শব্দগুলি দ্রুত ছুটছে ও ধীরে কথা বলে এই দুটোর অ
প্রকাশ করছে। তাই অতীব ও ভীষণ শব্দদুটি এখানে ক্রিয়া বিশেষণের বিশে

অতএব আমরা বলতে পারি, **যে বিশেষণ পদ ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষ অ
বা গুণ প্রকাশ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ বলে।**

## অনুশীলনী

**১. সঠিক উত্তর নির্ণয় করে পূর্ণ বাক্যে লেখো :**

(ক) বিশেষণ পদ— দুই /তিন/ চার প্রকার।

উত্তর: চার প্রকার।

(খ) গরম চা, গরম পদটি— ক্রিয়া বিশেষণ/বিশেষ্যের বিশেষণ / বিশেষণের বিশে

উত্তর: বিশেষ্যের বিশেষণ।

**(গ) সে খুব ভালো গান গায়—**

এখানে খুব পদটি— ক্রিয়া বিশেষণ/ বিশেষণের বিশেষণ /বিশেষ্যের বিশেষণ।

উত্তর: ক্রিয়া বিশেষণ।

**(ঘ) সুমনবাবু অতি ধীরে হাঁটেন—**

এখানে অতি পদটি— ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ/ বিশেষণের বিশেষণ /বিশেষ্যে
বিশেষণ। ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ।

উত্তর: .....।

**(ঙ) পথ পিছল, ধীরে চলো—**

এখানে ধীরে শব্দটি—বিশেষণের বিশেষণ/ ক্রিয়ার বিশেষণ/ বিশেষ্যের বিশেষণ

উত্তর: ক্রিয়ার বিশেষণ।

২. উপযুক্ত বিশেষণ পদ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে পূর্ণ বাক্যে লেখো :

(ক) ..... ছেলে।

উত্তর: .....।

(খ) ..... শহর।

উত্তর: .....।

(গ) ..... দিন।

উত্তর: .....।

(ঘ) ..... জল।

উত্তর: .....।

(ঙ) .....বাড়ি।

উত্তর: .....।

৩. বাক্যগুলি থেকে বিশেষণ পদ চিহ্নিত করে পূর্ণ বাক্যে লেখো :

(ক) আকাশে ভীষণ মেঘ করেছে।

উত্তর: .....।

(খ) মেলাতে বেশ ভিড় জমেছে।

উত্তর: .....।

(গ) সোমার চারটি কলম আছে।

উত্তর: .....।

(ঘ) রুপেনবাবু খুব আস্তে কথা বলেন।

উত্তর: .....।

(ঙ) আমাকে এক কাপ চা দাও।

উত্তর: .....।

উত্তর: .....

# সর্বনাম পদ

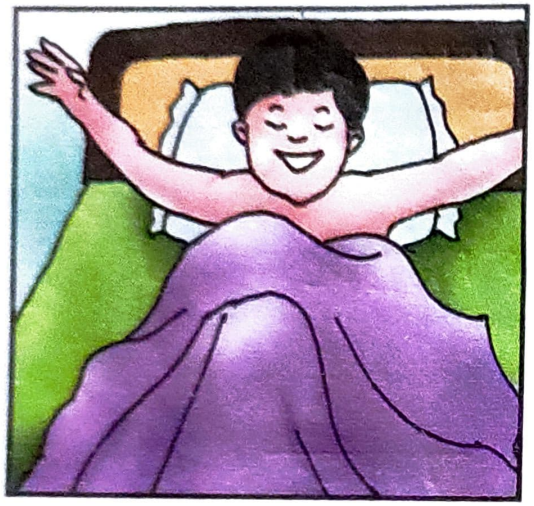

**কুন্তল** সকাল ৬টায় ঘুম থেকে ওঠে। কুন্তল হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসে। **কুন্তল** সকাল ৯টা পর্যন্ত লেখাপড়া করে। **কুন্তল** সকাল ১০টায় স্কুলে যায়। **কুন্তল** ক্লাসে মন দিয়ে পড়াশুনা করে। **কুন্তল** বিকেল পাঁচটায় বাড়ি ফেরে। **কুন্তল** রাত্রি ১০টা পর্যন্ত পড়াশুনা করে। **কুন্তল** ১১টা ৩০ মিনিটে শুতে যায়। **কুন্তলকে** বাবা মা ও শিক্ষক মহাশয়গণ সকলে ভালোবাসে।

আগের পাতায় বাক্যগুলিতে প্রতিবারই **কুন্তল** কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে বাক্যগুলি মোটেই শ্রুতিমধুর হয়নি। এর পরিবর্তে আমরা যদি লিখি কুন্তল সকাল ৬টায় ঘুম থেকে ওঠে। সে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসে। সে সকাল ১০টায় স্কুলে যায়। সে ক্লাসে মন দিয়ে লেখাপড়া করে। সে বিকেল পাঁচটায় বাড়ি ফেরে। সে রাত্রি ১১টা ১০ মিনিটে শুতে যায়। তাকে বাবা মা ও শিক্ষকমহাশয়গণ সকলে ভালোবাসে। তাহলে বাক্যগুলি সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হয়।

ওপরের বাক্যগুলিতে কুন্তল ও কুন্তলকে দুটিই বিশেষ্য পদ। একই বিশেষ্য পদ বারবার ব্যবহার করলে বাক্য সৌন্দর্যহীন হয়। কুন্তল ও কুন্তলকে এই বিশেষ্য পদদুটির পরিবর্তে যদি আমরা 'সে' ও 'তাকে' এই দুটি পদ ব্যবহার করি তাহলে বাক্য সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। এখানে 'সে' ও 'তাকে' এই দুটি পদ হল সর্বনাম পদ।

তাহলে আমরা বলতে পারি, **যে পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে।**

নীচে বাক্যের সাহায্যে আরও কতগুলি সর্বনাম পদের উদাহরণ দেওয়া হল।

**আমি** খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি।

**আমরা** সকলে মিলে খেলা করি।

**তুমি** কখন স্কুলে যাও?

**তোমরা** কি বেড়াতে যাবে না ?

**সে** আসার আগে আমরা চলে যাব।

**তারা** তখন খুব ব্যস্ত ছিল।

**আপনি** কি চা খাবেন?

দয়া করে **আপনারা** আসন গ্রহণ করুন।

কিরে **তুই** কোথায় যাচ্ছিস?

**তোরা** কি সবাই মিলে বেড়াতে গিয়েছিলি?

**উনি** এখন অফিসের কাজে ব্যস্ত আছেন?

**তুমি** কাকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছ?

শিবঠাকুর **স্বয়ং** উপস্থিত হলেন।

সুমনবাবু নিজের কাজ **নিজেই** করেন।

সর্বনাম পদ মোট ছয়প্রকার। যথা— (১) ব্যক্তিবাচক (২) নির্দেশক (৩) অনির্দেশক বোধক (৪) আত্মবাচক (৫) প্রশ্নবাচক (৬) সমষ্টিবাচক ইত্যাদি।

(১) **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পদ :** আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা ইত্যাদি ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পদ।

(২) **নির্দেশকবাচক সর্বনাম :** এ, এই, ওটা, এটা, এরা ইত্যাদি নির্দেশকবাচক সর্বনাম পদ।

(৩) **অনির্দেশক সর্বনাম :** কেউ, যেকেউ, কেউ কেউ, অপর, অপর কেউ, অন্য ইত্যাদি পদগুলি অনির্দেশক সর্বনাম পদ।

(৪) **আত্মবাচক সর্বনাম :** স্বয়ং, নিজ ইত্যাদি আত্মবাচক সর্বনাম পদ।

(৫) **প্রশ্নবাচক সর্বনাম :** কী, কে? কারা? কেন? কখন? কোন্‌টা? ইত্যাদি পদগুলি প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদ।

(৬) **সমষ্টিবাচক সর্বনাম :** সবাই, সব, সবাইকে ইত্যাদি পদগুলি সমষ্টিবাচক সর্বনাম

## অনুশীলনী

### ১. সঠিক উত্তর নির্ণয় করে পূর্ণ বাক্যে লেখো :

(ক) কুন্তল শব্দটি— সর্বনাম/ বিশেষ্য/ বিশেষণ পদ।

উত্তর: বিশেষ্য পদ।

(খ) আপনি শব্দটি— বিশেষ্য/ বিশেষণ/ সর্বনাম পদ।

উত্তর: সর্বনাম পদ।

(গ) একটি সর্বনাম পদ হল— তুমি/ কুনাল/ দয়া।

উত্তর: তুমি

(ঘ) আপনারা শব্দটি— সর্বনাম/বিশেষ্য/বিশেষণ পদ।

উত্তর: সর্বনাম

(ঙ) স্বয়ং শব্দটি— আত্মবাচক/প্রশ্নবাচক/সমষ্টিবাচক সর্বনাম পদ।

উত্তর: আত্মবাচক।

দর্শক (৩) অনির্দেশ
দি।
সে, তারা, তুই তো
নির্দেশকবাচক সর্বন
পর কেউ, অন্য ইত
াম পদ।
টা? ইত্যাদি পদগুলি
মষ্টিবাচক সর্বনাম
.....।
.....।
.....।
.....।
দ।
.....।

১. সঠিক উত্তর নির্ণয় করে পূর্ণ বাক্যে লেখো :

ক) কুন্তল শব্দটি— সর্বনাম/ বিশেষ্য/ বিশেষণ পদ।

উত্তর: কুন্তল অবশ্যই ভালো ছেলে।

খ) আপনি শব্দটি— বিশেষ্য/ বিশেষণ/ সর্বনাম পদ।

উত্তর: আপনি সকালের চলমান কখন যান?

গ) একটি সর্বনাম পদ হল— তুমি/ কুনাল/ দয়া।

উত্তর: তুমি খুব সুন্দর গান গাও।

ঘ) আপনারা শব্দটি— সর্বনাম/বিশেষ্য/বিশেষণ পদ।

উত্তর: আপনারা কাল মেলায় গিয়েছিলেন?

ঙ) স্বয়ং শব্দটি— আত্মবাচক/প্রশ্নবাচক/সমষ্টিবাচক সর্বনাম পদ।

উত্তর: নিজের কাজ স্বয়ং নিজেকেই করা উচিত।

২. শূন্যস্থানে উপযুক্ত সর্বনাম পদ বসিয়ে পূর্ণবাক্যে উত্তর লেখো :

(ক) তিনি একজন ডাক্তার।

উত্তর: .....।

(খ) তারা মাঠে খেলছে।

উত্তর: .....।

(গ) সে এখন স্কুল থেকে ফিরেছে।

উত্তর: .....।

(ঘ) তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

উত্তর: .....।

(ঙ) আপনি কি চা খাবেন?

উত্তর: .....।

৩. নীচের বাক্যগুলি থেকে সর্বনাম পদ চিহ্নিত করো :

(ক) আমরা বিকেলে ফুটবল খেলি।

উত্তর: আমরা

(খ) আপনারা সবাই বিশ্রাম নিন।

উত্তর: আপনারা

(গ) তোমরা সকলে কোথায় যাচ্ছ?

উত্তর: তোমরা

(ঘ) এরা সবাই এখন কাজকর্মে ব্যস্ত।

উত্তর: এরা

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

## ক্রিয়াপদ

অনীষা **নাচছে**। ছেলেরা ক্রিকেট **খেলছে**। সুবিন্দু সাঁতার **কাটছে**। কুনাল স্কু **যায়**। অন্তরা লেখাপড়া **করে**। আমার বাবা প্রতিদিন ১০টায় অফিসে **যান**।

ওপরের বাক্যগুলিতে নাচছে, খেলছে, কাটছে, যায়, করে, যান প্রভৃতি শব্দগু দিয়ে কোনো না কোনো কাজ বোঝাচ্ছে, এই ধরনের শব্দগুলিকে ক্রিয়াপদ বলে

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, **বাক্যের মধ্যে যে পদ কোনো কাজ করা বুঝি দেয় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।**

নীচের বাক্যগুলি দ্বারা ক্রিয়াপদের ব্যবহারগুলি লক্ষ করো।

মৌসুমি খুব সকালে ঘুম থেকে **ওঠে**। তার মা তাকে সকালে জলখাবার **করে দেন**। তার বাবা সকাল ১০টায় অফিসে **যান**।

এখন বিকেল, ছেলেরা মাঠে ফুটবল **খেলছে**। স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি **ফিরছে**। চাষিরা তাদের কাজকর্মে সেরে বাড়ির দিকে **রওনা দিয়েছে**। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা **নেমে আসবে**। সকলেই সকলের বাড়িতে আলো **জ্বালাবে**। সন্ধ্যায় আমার মা আরতি **করবেন**। আমরা দুই ভাই বোন **পড়তে বসব**।

ক্রিয়াপদ দু'প্রকার— (১) সমাপিকা ক্রিয়া (২) অসমাপিকা ক্রিয়া।

সুপ্রিয় **ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে**। টুম্পা স্কুলে **যেতে যেতে**। চাঁদ **উঠলে**। সকালে **উঠে**। সুমন চা **খেয়ে**।

ওপরের বাক্যগুলিতে ঘুমিয়ে, যেতে, উঠলে, উঠে, খেয়ে ইত্যাদি ক্রিয়াপদগুলির দ্বারা বাক্যগুলি সম্পূর্ণ হয়নি তাই এগুলিকে বলে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, **যে ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের গঠন ও অর্থ অসম্পূর্ণ থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।**

সুপ্রিয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে **স্বপ্ন দেখছে**। টুম্পা স্কুলে যেতে যেতে পড়ার কথা **ভাবছে**। চাঁদ উঠলে সকলেই **দেখতে** পায়। সকালে উঠে সুমন চা খেয়ে বাজারে যায়।

আগের বাক্যগুলিতে **স্বপ্ন দেখছে, পড়ার কথা ভাবছে, সকলেই দেখতে পায়, বাজারে যায়** যোগ করার ফলে বাক্যগুলির গঠন সম্পূর্ণ হয়েছে।

অর্থাৎ দেখছে, ভাবছে, দেখতে পায়, যায় ক্রিয়াপদগুলি সমাপিকা ক্রিয়া। তাহলে আমরা বলতে পারি, **যে ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের গঠন ও অর্থ সম্পূর্ণ হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বলে।**

## সকর্মক ক্রিয়া, অকর্মক ক্রিয়া ও দ্বিকর্মক ক্রিয়া

ক্রিয়ার বিষয়কে কর্ম বলে। এই কর্ম অনুযায়ী ক্রিয়াপদ তিনটি। যথা— (১) সকর্মক ক্রিয়া, (২) অকর্মক ক্রিয়া, (৩) দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

**সকর্মক ক্রিয়া : ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।**

যেমন— কল্পনা চিঠি লেখে। রূপক চা খায়। সুকৃতি বই পড়ে।

ওপরের প্রথম বাক্যটিতে যদি প্রশ্ন করা হয় যে কল্পনা কী লেখে? উত্তর হবে—চিঠি।

আবার দ্বিতীয় বাক্যটিতে যদি প্রশ্ন করা হয় রূপক কী খায়? তার উত্তর হবে—
আবার তৃতীয় বাক্যে সুকৃতি কী পড়ে? উত্তর হবে—বই।
এখানে **লেখে** ক্রিয়ার কর্ম চিঠি। **খায়** ক্রিয়ার কর্ম চা। আবার পড়ে ক্রিয়ার কর্ম বই।

**অকর্মক ক্রিয়া**— যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন—
মেয়েটি নাচে। সে হাসছে। শিশুটি কাঁদে।
ওপরের বাক্যগুলি থেকে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায়
না তাই এই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।

**দ্বিকর্মক ক্রিয়া** — যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে
যেমন— রোহনকে ঋত্বিকা ছবি দেখাচ্ছে।
এখানে দেখাচ্ছে ক্রিয়াটির কাছে প্রথম প্রশ্ন কী দেখাচ্ছে ও দ্বিতীয় প্রশ্ন কাকে দেখাচ্ছে।
প্রথম উত্তর **ছবি** দ্বিতীয় উত্তর **রোহনকে**।
অতএব, এখানে একটি বাক্যের মধ্যে দুটি ক্রিয়ার কর্ম রয়েছে তাই এগুলিকে দ্বিকর্মক
ক্রিয়া বলে।